R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

সঞ্চয় জগতে এক অবিস্মরণীয় নাম :
অরুণোদয় সেভিংস এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট (ই) লিমিটেড
গভঃ রেজিঃ নং ৩৯০০৫
হেড ও রেজিঃ অফিস :
বারুইপাড়া, কালনা (বর্দ্ধমান)
শাখা অফিস :
ফুলতলা, রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ ও দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুবীমার সুযোগ নিন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ভি ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ
ব্রাঞ্চ : ষ্টুডিও চিত্রশ্রী ২
রঘুনাথগঞ্জ ॥ ফুলতলা
এজেণ্ট : ম্যাপ কালার ল্যাবঃ

৭৭শ বর্ষ
২৫শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২০শে কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৯৭ সাল
৭ই নভেম্বর, ১৯৯০ সাল।
নগদ মূল্য : ৫০ পয়সা
বার্ষিক ২৫৲

বিভাগীয় লড়াই-এ উলুখাগড়া জনগণের প্রাণ ওষ্ঠাগত

রঘুনাথগঞ্জ : দক্ষিণবঙ্গ পরিবহনের রঘুনাথগঞ্জ—দুর্গাপুর ভোরের বাসটি গত ১ নভেম্বর থেকে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যাত্রী সাধারণের অসুবিধা তুঙ্গে উঠেছে। রঘুনাথগঞ্জ—কলকাতার কলিকাতা পরিবহনের বাসটি বর্তমানে চললেও, কদিন চলবে তার ঠিক নেই। কেন এমন হলো অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা যায় বিভাগীয় লড়াই এর ফলেই এই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় মানুষের বহু প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি এই দুটি বাস। এ দুটি চালু হওয়ার ফলে এখানকার মানুষজন প্রয়োজনেই একদিনেই সকালে কলকাতা গিয়ে কাজ সেরে রাত্রে ফিরে আসতে পারছেন। তেমনি দক্ষিণবঙ্গ পরিবহনে যে কোন যাত্রী সকালে বের হয়ে বীরভূম বর্দ্ধমানের যে কোন স্থান থেকে একদিনেই রঘুনাথগঞ্জে ফিরে আসতে পারছিলেন। এখানে এই গাড়ী দুটি প্রথম দিন থেকেই মহকুমা শাসকের অফিস চত্বরে রাতে থাকছিল। কিন্তু বর্ষায় গাড়ী দুটি মাঠে না নেমে রাস্তার উপর দাঁড়ানোর ফলে এস ডি ও, এস ডি পি ও এবং পুলিশের গাড়ী কোর্ট চত্বরে ঢুকতে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছিল। সে কারণে তৎকালীন মহকুমা শাসক রিনচেন টেম্পো দুটি পরিবহন সংস্থার সাথে একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কথাবার্ত্তা চালান। পরে পরবর্তী মহকুমা শাসক আর, এস, শুক্লাও এই নিয়ে লেখালেখি করেন। শেষ পর্যন্ত স্থির হয় মহকুমা শাসকের অফিস চত্বরের সুবিধামত জায়গায় ইঁট ও মোরাম দিয়ে বাঁধিয়ে বাস দুটি দাঁড়াবার ব্যবস্থা করা হবে। সে ব্যাপারে ২০ হাজার টাকার একটি প্লান এষ্টিমেটও তৈরী করা হয়। দুটি পরিবহন সংস্থা ৫ হাজার করে ১০ হাজার এবং মহকুমা প্রশাসন বাকী ১০ হাজার টাকা দেবেন বলেও (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

পুর শহর ধুলিয়ানের স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না

ধুলিয়ান : সুপ্রাচীন শহর ধুলিয়ান তৎকালীন যুগে তো বটেই, এ যুগেও ব্যবসা বাণিজ্যের পীঠস্থান। গঙ্গার ভাঙ্গনে আদি ধুলিয়ানের কোন অস্তিত্ব বর্তমানে নাই। এখন কাঞ্চনতলাকে ঘিরে ভাঙ্গন কবলিত সমস্ত মানুষের বসতি। কাঞ্চনতলা থেকে রতনপুর ডাক বাংলো পর্যন্ত ঘিঞ্জি জনবসতিপূর্ণ এলাকায় রাস্তা বলতে ৩৪নং জাতীয় সড়ককে সংযুক্ত করে ধুলিয়ান মেন রোড। আর অন্যদিকে ধুলিয়ান পাকুড় রোড। ধুলিয়ান মেন রোডের পাশে বা শহরের মধ্যস্থলে কোন জলনিকাশী ব্যবস্থা না থাকায় শহরের অতিব্যস্ত বাজার অঞ্চল ও মেন রোড বর্ষায় লোক চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠে। পচা জলের দুর্গন্ধে পথ চলা দায় হয়। ওদিকে পাকুড় রোডের দু'পাশে পি, ডব্লু, ডির খাস জায়গা জবরদখল করে বিভিন্ন দোকানপাট গড়ে উঠায় পথ হয়েছে সংকীর্ণ ও দুর্ঘটনার আশংকাযুক্ত। কিন্তু সব কিছুতে পি, ডব্লু, ডি বিভাগ চুপচাপ। গ্রামবাসীরা বলেন গোপন লেনদেনে কর্তাদের মুখ বন্ধ করে রাখা হয়েছে। এখানে বিড়ি শিল্প ছাড়া অন্য কোন শিল্প না থাকলেও ওপার (শেষ পৃষ্ঠায়)

ভুটান গভর্ণমেণ্টের বাসে ডাকাতি

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৫ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে ভুটান গভর্ণমেণ্টের একটি যাত্রীবাহী বাস কলকাতা যাবার পথে ডাকাতদের কবলে পড়ে। খবরে প্রকাশ, বাসটির ষ্টপেজ শিলিগুড়ির পরেই মালদা এবং এরপর কলকাতা। কিন্তু রাত ১২-৪৫ মিঃ নাগাদ বাসটি ফরাক্কায় থামে এবং সেখান থেকে তেরজন যাত্রী কলকাতা যাবে বলে বাসে ওঠে। বাস ছাড়লে তেরজন (৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

সাসপেনসন প্রত্যাহৃত হলো কেন্দ্রীয় নির্দ্দেশে

ফরাক্কা : গত ৬ অক্টোবর আমুহা ফেরীঘাটের কাছে জঙ্গিপুর ব্যারেজের এ্যাঃ ইঞ্জিনিয়ারদের প্রহৃত হওয়ার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ফরাক্কা ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজার ইউ টি ইউ সির দুই নেতা লালগোপাল চৌধুরী ও অমর ব্যানার্জীকে সাসপেণ্ড করেন। এ ব্যাপারে ইউ টি ইউ সির জেলা নেতা রাজ্যের সেচমন্ত্রী দেবব্রত ব্যানার্জী জি, এম, এর সঙ্গে আলোচনা করে তাঁদের সাসপেনসন প্রত্যাহারের দাবী জানিয়ে ব্যর্থ হওয়ায় তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সাসপেনসন প্রত্যাহারের (শেষ পৃষ্ঠায়)

রোগীর পথ্যে দুর্গন্ধযুক্ত পচা চাল

রঘুনাথগঞ্জ : স্থানীয় মহকুমা হাসপাতালের বহু অনীতির সাথে যুক্ত হয়েছে রোগীর পথ্যে দুর্গন্ধযুক্ত পচা চালের ভাত দেওয়া। হাসপাতাল কিচেন রুমের ষ্টাফেরা জানান এফ, সি, আই গুদাম থেকে সরকারীভাবে এই চাল দেওয়া হয়। এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সেই চাল নিতে বাধ্য (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২০শে কার্ত্তিক বুধবার ১৩৯৭ সাল

অহিংস আন্দোলন সহিংস আক্রমণ

প্রশ্ন হইতেছে, আমরা কোথায় আছি ; কোন্ রাজত্বে বাস করিতেছি ; মানুষের নিরাপত্তা কোথায় ।

বস্তুতঃ গত ২রা নভেম্বর অযোধ্যায় নিরস্ত্র মানুষকে যে নিষ্ঠুর ও বর্বর আক্রমণ করিয়া জঘন্য হত্যাকাণ্ড চালান হইয়াছে, তাহাতে সর্বশ্রেণীর সুস্থ মানুষ উপরিলিখিত কথাই ভাবিবে । এমন কি এই হত্যার শিকার সাধুরাও হইয়াছেন । সি আর পি এফ জওয়ানরা হত্যার মাতনে মত্ত হইয়া নির্বিচারে গুলি চালাইয়াছে তাহাদের উপর যাহাদের হাতে জবাব দিবার অস্ত্র ছিল না । উত্তর প্রদেশ সরকারের কথাতেও জানা যায়, সেইদিন মানুষেরা কোন অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যায় নাই । জানা যায় যে, তাহারা নির্দ্ধারিত কর্মসূচী অর্থাৎ কর সেবার জন্য রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদের উদ্দেশ্যে যাইতেছিল । ৩০শে অক্টোবরের মত জনস্রোতের চাপ ছিল না এবং করসেবক ও জনতাকে প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতাও পুলিশ হারাইয়া ফেলে নাই ।

কিন্তু পথের ধারে বাড়ীর ছাদে ছাদে সি আর পি এফ জওয়ানদের আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া অপেক্ষা করিতে দেখা যায় । পুলিশের লাঠি-চার্জ ও কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগে করসেবকদের শৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ায় লোকেরা গলিপথে প্রবেশ করিলে জওয়ানদের গুলি ছুটিল তাহাদের মাথা ও বুক লক্ষ্য করিয়া । মাথার খুলি উড়িয়া গিয়া ঘিলু দেওয়ালে ছিটকাইয়া পড়ে । শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় পা লক্ষ্য করিয়া গুলি করাই যথেষ্ট ছিল । তবে কি জওয়ানরা ভাবিয়াছিল ইহারা সামরিক নীতিতে কথিত 'দুশমন' ? কোন্ সরকার তাহাদের মাথায় এই বুদ্ধি জাগাইল ? ইহারা মন্দির-মসজিদ বিতর্কিত এলাকায় না থাকিয়া এখানে-সেখানে অঁৎ পাতিয়া রহিল কেন ? তবে কি বুঝিতে হইবে যে, জনতা ও করসেবকদের হত্যা করিবারই প্রস্তুতি পূর্ব নির্দ্ধারিত ছিল ?

আমরা মন্দির-মসজিদ বিতর্কে যাইতেছি না । শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে, এমনভাবে মানুষ—যে মানুষ সশস্ত্র নহে এবং যে মানুষ অহিংসভাবেই তাহাদের কর্মসূচী রূপায়ণে অগ্রসর হইতেছিল, তাহাদিগকে হত্যা করার যে পৈশাচিক তাণ্ডব গত ২রা নভেম্বর ঘটিয়া গেল তাহা রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারকে মসীলিপ্ত করিয়া দিয়াছে ।

জাতীয় অগ্রগতি, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সংরক্ষণ পরিকল্পনা

বরুণ রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের পর আমাদের দেশেও ইংরাজ বণিককুলের উদ্যোগে কিছু কলকারখানা গড়ে উঠল । ভারতীয় ধনিকগোষ্ঠীও কিছু কিছু কলকারখানা গড়ায় উদ্যোগী হন । এই কারখানায়, খনিতে ও চা বাগানে কাজ করার জন্য আড়কাঠিদের লোভানিতে শ্রমিক হিসাবে কাজ করার জন্য গ্রাম ছেড়ে বহু মানুষ দূর কর্মস্থলে ভীড় করতে শুরু করল । ভারতবর্ষে দেখা দিল লক্ষ্মীশ্রীহীন অস্বাস্থ্যকর শ্রমিকবস্তি আর নতুন সৃষ্টি শোষিত শ্রমিক শ্রেণী ।

ধনবৈষম্য, সামাজিক অবিচার, শোষণ, ঘৃণা ও বিদ্বেষের আবহাওয়ার পুষ্টিসাধনে শাসক ইংরাজরা সদা তৎপর ছিল । কিন্তু এই সমস্ত কিছু অশান্তি ও প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও আমাদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধগুলি মোটামুটি বজায় ছিল । ভারতীয়রা মানুষ হিসাবে মূলতঃ বহু পরিমাণে সৎ ও নিষ্কলুষ ছিল । গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সারা ভারতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সমুদ্র-মন্থনে পর্বতপ্রমাণ বিষ উঠে এল । এল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশ বিভাগ, ছিন্নমূল বাস্তুচ্যুত মানুষের বন্যা, দুর্ভিক্ষ, কালোবাজার, ঘুষ, দুর্নীতি ও আরও হাজারো সামাজিক দুষ্টব্যাধি । আমাদের বহু যুগ ধরে সঞ্চিত মূল্যবোধগুলির ধ্বসে পড়া শুরু হল ।

দেশের মানুষ ভেবেছিল যে স্বাধীনতা সংগ্রামের সফল পরিণতিতে এদেশ থেকে বিদেশী শাসকদের উৎখাত করা হবে এবং নিজেদের ভাগ্য নির্দ্ধারণের সমস্ত ক্ষমতা আমাদের দেশের মানুষদের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে পারলে আমরা আমাদের সমস্ত দুঃখ দুর্দশা ও অভাব মোচন করে, সামাজিক অসাম্য ও বিভেদ দূর করে মানুষের জীবনে সুখ, শান্তি, সম্প্রীতি ও সমৃদ্ধির স্বর্ণদ্বার খুলে দিতে পারব । এই প্রত্যাশায় বুক বেঁধে হাজার হাজার নামী-অনামী স্বাধীনতা সৈনিক সর্বস্ব পণ করে আত্মাহুতি দিয়েছে, অবর্ণনীয় ত্যাগ ও দুঃখবরণ করেছে ।

গণজাগৃতি, সশস্ত্র সংগ্রাম এবং বিপ্লবের অসিমুখে যদি বিদেশী শাসক এবং তাদের সহযোগী দোসর এদেশের শোষক ধনিক শ্রেণী উৎখাত হত তাহলে হয়তো আমাদের বহু আকাঙ্খিত স্বাধীনতার অমৃতফল জনসাধারণ ভোগ করতে পারত । কিন্তু এ দেশের ধনিক ও শোষক শ্রেণীর পোষিত এবং তাদের স্বার্থবাহক দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃত্ব ৪৫-৪৬ সালের উত্তুঙ্গ গণ বিক্ষোভের জোয়ারে সন্ত্রস্ত হয়ে বিজয়োন্মুখ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পিছন থেকে ছুরি মেরে গোপন অন্ধকারে বিদেশী শাসকদের সঙ্গে আপোষ করে নিজেরা ক্ষমতার তক্তে গদিয়ান হয়ে বসল । এতদিনের উপোষী ছারপোকারা মহানন্দে দেশজুড়ে রক্ত শোষণের ভোজসভা বসিয়ে দিল । শোষণতন্ত্রের বনিয়াদকে শক্ত করার গণতন্ত্রের নামাবলী জড়িয়ে ভোটযুদ্ধের প্রহসন আমদানি করল । ভোটে জেতার জন্য যত রকম অপকীর্তি ও অপকৌশল নিতে হয় তার কোনটিই ভোট-শিকারী জনসেবকরা বাকী রাখল না ।

ভোটের খরচ তুলতে ধণিকগোষ্ঠীর কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ কালো টাকা সংগ্রহ এবং সেই অন্যায় ঘুষ নেওয়ার মাশুল হিসাবে তাদেরকে ন্যায়নীতিবর্জিত গণস্বার্থ বিরোধী সব রকমের অন্যায় সুযোগ দান । ভোট ব্যাঙ্ক গড়তে জাতপাতের রাজনীতি, ধর্মীয় বিভেদের উস্কানি, আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য ও বিচ্ছিন্নতার পরিপোষণ, অন্ধকারের জীব ও অপরাধ জগতের মানুষদের পেশীশক্তিকে কাজে লাগাতে তাদের জামাই আদর, পুলিশ ও প্রশাসনকে পঙ্গু ও নীতিভ্রষ্ট করে দেশের সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা । বিদেশী ঋণের বোঝা এবং তজ্জনিত বিপুল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের বোঝা । আর তারই ফলে নিত্য ব্যবহার্য সমস্ত জিনিষের আকাশ ছোঁয়া ঊর্দ্ধগতি, লাগাম ছেঁড়া ইনফ্লেশন ।

সঙ্গে সঙ্গে চলছে দেশের যুবশক্তিকে পঙ্গু করার সুপরিকল্পিত ঘৃণিত অপচেষ্টা । কল্যাণধর্মী সমস্ত মানবিক মূল্যবোধগুলি তাদের মন থেকে উপড়ে ফেলে তাদের অন্ধ বিদেশী ভোগবাদের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে । পত্র পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন, জলসা সর্বত্র সিনেমা ষ্টার-দের ছলাকলা, মনগড়া, রগ্‌রগে, যৌন উত্তেজক প্রেম কাহিনী, বিলাশ দ্রব্যের লোভানি, খুন, ধর্ষণ, গুণ্ডামী, স্মাগলিং, মদ, গাঁজা, আফিং হাসিস—অহরহ সবিস্তারে সর্বসাধারণের সামনে 'কল্যাণধর্মী' এই রাষ্ট্র নেতারা তুলে ধরছেন ।

ভোটের বাক্সে ক্ষমতা দখলের এই নীতি-বিবর্জিত খেলায় 'শোষিত মানুষের জন্য সংগ্রামরত' বামপন্থী দলগুলিও আজ পিছিয়ে নাই । গুরুমারা বিদ্যায় অনেক বিষয়েই তারা দক্ষিণপন্থী দলগুলিকে ঘোল খাওয়াচ্ছে । কৃষক, মজুর ও শ্রমজীবি মধ্যবিত্ত মানুষদের অর্থনৈতিক লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে সংগঠিত করে বিপ্লবের পথে যারা সারা দেশে সাম্য ও সৌভ্রাত্র সৃষ্টি করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল আজ গদি, ক্ষমতা ও টাকার তোড়া হাতানোর জন্য তারা সেই সংগ্রামেচ্ছু মেহনতী মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে । ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি করে, বহুক্ষেত্রে পরোক্ষে ধনী চাষী বা কুলাকদের নিজেদের পক্ষছায়ায় আশ্রয় দিয়ে কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ (৩য় পৃষ্ঠায়)

স্ত্রীর অভিযোগ তাঁর স্বামীকে খুন করা হয়েছে

জঙ্গিপুর : গত ২৯ অক্টোবর রাত্রে রঘুনাথগঞ্জ - ব্লকের গঙ্গাপ্রসাদ গ্রামে লালগোলার সৌমেন হালদার (২৮) নিহত হয়েছেন বলে সৌমেনের স্ত্রী রঘুনাথগঞ্জ থানায় অভিযোগ করেন। প্রকাশ, সৌমেন ওখানকার একজন মস্তান। লালগোলা ঘাট থেকে জোর জুলুম করে সে প্রায় টাকা আদায় করত। ঐ আক্রোশেই তাকে গঙ্গাপ্রসাদ গ্রামে নিয়ে এসে পূর্বপরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে বলে সৌমেনের লোকদের ধারণা। তবে সৌমেনের মৃতদেহ এখনও পুলিশ উদ্ধার করতে পারেনি।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় সর্বদলীয় শোভাযাত্রা

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৩ নভেম্বর মহকুমা শাসকের অফিসের প্রাঙ্গণ থেকে স্থানীয় থানা এলাকার সর্বধর্মের ও সর্বদলের মানুষের এক বিশাল শোভাযাত্রা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় আবেদন জানিয়ে রঘুনাথগঞ্জ ও ৬ নভেম্বর জঙ্গিপুর শহর পরিক্রমা করে। এই শোভাযাত্রায় স্থানীয় বিধায়ক, পুরপতি, সকল শ্রেণীর শিক্ষক, সরকারী কর্মচারী ছাত্রছাত্রী, উকিল, ডাক্তার, স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং সকল ধর্মসম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যোগদান করেন। এমন বিশাল মিছিল অনেকদিন দেখা যায়নি। তবে শান্তি মিছিলে পোষাকধারী পুলিশের উপস্থিতি বড় বেমানান বলে মনে হয়েছে।

ফুটবলে নেতাজী সংঘ জয়ী

সাগরদীঘি : স্থানীয় বিজয় সরস্বতী ক্লাবের পরিচালনায় অন্নপূর্ণা স্মৃতি ফুটবল শীল্ড প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলায় বালিয়া নেতাজী সংঘ সমসাবাদ বৈকালিক সংঘকে ১—০ গোলে পরাজিত করে জয়ী হয়। স্থানীয় ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নেতাজী সংঘের হাতে শীল্ডটি তুলে দেন। সুভাষ সরকার শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি পান।

প্রয়াতা ইন্দিরা গান্ধীর স্মরণ সভা

সাগরদীঘি : মনিগ্রাম অঞ্চল কংগ্রেস কমিটি গত ৩১ অক্টোবর প্রয়াতা ইন্দিরা গান্ধীর প্রয়াণ দিবস স্মরণে একটি সভার আয়োজন করেন। সকালে কালো ব্যাচ ধারণ করে এক মিছিল গ্রাম পরিক্রমা করে। পরে গর্গমুনির টিবিতে শহীদ বেদী ও ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন রামপদ দাস। সভাপতি সহ বিভিন্ন বক্তা ইন্দিরা গান্ধীর কর্মময় জীবন সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন।

টেলিফোন এক্সচেঞ্জ কর্মী ধর্মঘট

রঘুনাথগঞ্জ : কোলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও দিল্লী এই চারটি শহরকে নিগম বলে ঘোষণা করে এখানকার টেলিফোন এক্সচেঞ্জ কর্মীদের এককালীন অন্তর্বর্তী ভাতা হিসাবে গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে ১০০ টাকা করে সরকার থেকে দেওয়া হয়েছে। অথচ এই চারটি শহর ব্যতীত অন্য জায়গার কর্মীদের এই টাকা দেওয়া হচ্ছে না। তাই সরকারের এই বিমাতৃসুলভ মনোভাবের জন্য অন্যান্য জায়গার টেলিফোন এক্সচেঞ্জ কর্মীদের সাথে আমাদের এখানকার কর্মীরাও ৩ নভেম্বর সকাল ৭টা থেকে একযোগে অনির্দিষ্টকালের জন্য "পেন ডাউন, টুল ডাউন" কর্মবিরতি পালন করছেন।

সংরক্ষণ পরিকল্পনা

(৩য় পাতার পর)

সংগ্রাম চেতনাকে বিভ্রান্তি ও ভ্রাতৃঘাতী লড়াইয়ের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। শ্রমিক ইউনিয়নগুলিকে এবং মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবিদের ইউনিয়নগুলিকে পুরোপুরি দলীয় ভোট সংগ্রামের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সে জন্য শুধু বেতন ও মজুরীবৃদ্ধির দাবী এবং কর্মবিরতি করা ছাড়া ইউনিয়নের আর কোন কর্তব্য নাই। ঘুষ নিলে, কাজে ফাঁকি দিলে, জনসাধারণের সঙ্গে খারাপ ও হৃদয়হীন ব্যবহার করলে কোন ইউনিয়ন নেতৃত্ব তার পক্ষাশ্রিত 'সংগ্রামী সাথীদের' সংযত করার বা তাদের শাসন করার চেষ্টা করে না। কেন না তাদের ঝাণ্ডা ও ডাণ্ডা দলীয় স্বার্থরক্ষার জন্য সর্বদাই প্রয়োজন। (চলবে)

ভারত জ্ঞান বিজ্ঞান জাঠা

জঙ্গিপুর : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ ও বঙ্গীয় স্বাক্ষরতা প্রসার সমিতির উদ্যোগে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে মানুষকে শিক্ষার আলোয় পথ দেখাবার জন্য '৯০ সাল আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা বর্ষ উপলক্ষ্যে মুর্শিদাবাদ জেলাতেও ২৮ অক্টোবর থেকে ৭ নভেম্বর স্বাক্ষরতা প্রসারে বিভিন্ন ব্লকের গ্রামে গ্রামে এক ব্যাপক কর্মসূচী নেওয়া হয়। গত ২৮ অক্টোবর রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের মিঠিপুর গ্রাম থেকে ৫০ জন স্বেচ্ছাসেবকের একটি দল পদযাত্রা করে। জাঠা কর্মসূচীর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে মিঠিপুর প্রাইমারী স্কুল প্রাঙ্গণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। লালগোলা গণনাট্য সংঘের শিল্পীরা দেশাত্মবোধক সঙ্গীত এবং স্বাক্ষরতা প্রসারের পটভূমিকায় রচিত নাটক 'ঠিকানা' মঞ্চস্থ করে। অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা জেলার বিশিষ্ট কৃষক-নেতা নৃপেন চৌধুরী বলেন, সারা পৃথিবীতে এখনো ৬০০ কোটি নিরক্ষর মানুষ। একবিংশ শতাব্দীতে যখন আমরা প্রবেশ করবো তখন ভারতবর্ষে ৫০ কোটি অর্থাৎ অর্দ্ধেক মানুষ নিরক্ষর থাকবে। মুর্শিদাবাদে শতকরা চুয়াত্তর ভাগ (৭৪%) নিরক্ষর। জঙ্গিপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য সভায় উপস্থিত ছিলেন। তেঘরী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মেডিক্যাল অফসার ডাঃ মানস চাকী তাঁর বক্তব্যে বলেন, সমস্ত সমস্যার মূলে নিরক্ষরতা একটি প্রধান কারণ। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গিয়াসুদ্দিন।

GOVT. OF INDIA
Department Of Telecommunications
Notice For Purchase of Land

Offers are invited from land owners for an area of about 0,5 to 1.0 acre at the following places of Murshidabad District for the construction of Telephone Exchange buildings and staff quarters by the Dept. of Telecommunications, Govt. of India.

1. Amtala 2. Andi 3. Aurangabad 4. Azimganj 5. Beldanga 6. Bhagwangola 7. Dhuliyan 8. Domkal 9. Gankar 10. Hariharpara 11. Islampore 12. Jalangi 13. Jangipur 14. Kandi 15. Lalgola 16. Murshidabad 17. Nabagram 18. Nagar 19. Nashipur-Balagachi 20. Panchgram 21. Panchthupi 22. Patkabari 23. Raghunathganj 24. Raninagar 25. Rejinagar 26. Sagardighi 27. Saktipur 28. Sagarpara 29. Salar 30. Sarbangapur 31. Sargachhi 32. Satui 33. Trimohini.

Land should be free from any encumbrance and located at the central place and by the side of the main road suitable for heavy duty vehicles.

(A. K. Chatterjee)
Telecom District Engineer
Berhampore Telecom District
Dated at Berhampore P.O. Berhampore
29-10-90 Dist. Murshidabad (W.B.)

জনগণের প্রাণ ওষ্ঠাগত

(১ম পাতার পর)

ঠিক করা হয়। এবং সেইমত দুটি পরিবহন সংস্থাকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়। কলিকাতা পরিবহন সংস্থা সেই অনুযায়ী ৫ হাজার টাকার একটি চেক এস ডি ও-র নামে পাঠাতে তাঁদের এ্যাকাউন্টস বিভাগকে নির্দেশ দেন এবং সেই চিঠির কপি মহকুমা শাসককে পাঠান। কিন্তু আইনগত অসুবিধার উল্লেখ করে মহকুমা শাসক চেকের বদলে ডিম্যাণ্ড ড্রাফট পাঠাতে কলিকাতা পরিবহনকে অনুরোধ করেন। অপরদিকে দক্ষিণবঙ্গ পরিবহনকে বারবার রিমাইণ্ডার দেওয়া এবং ড্রাইভার মারফৎ লিখিত অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও ঐ সংস্থা কোন উচ্চবাচ্য করেন না। পুনরায় তাগিদপত্র দেওয়া হলে ওদের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীবাসু রায়, মহকুমা শাসক শুক্লাকে জানান তাঁরা তাঁর লিখিত কোন প্ল্যান এষ্টিমেট বা চিঠি না পাওয়ায় কোন ব্যবস্থা নিতে পারছেন না। সেই পরিপ্রেক্ষিতে পুনরায় তাঁদের কাছে সব কিছু পাঠানো হয়। মহকুমা শাসক শুক্লা বদলী হয়ে চলে যাবার দু'দিন আগে তাঁকে এক চিঠি দিয়ে দক্ষিণবঙ্গ পরিবহনের ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর জানান তাঁরা রঘুনাথগঞ্জে বাস আর রাখছেন না। বাসরুট চেঞ্জ করে ফরাক্কা—দুর্গাপুর করা হচ্ছে। শ্রীশুক্লা এই চিঠি পেয়েই যাত্রী সাধারণের অসুবিধার কথা জানিয়ে দক্ষিণবঙ্গ পরিবহনকে তাঁদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ জানান। পরিবহন সংস্থার এই সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরে জঙ্গিপুর বার এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বর্তমান মহকুমা শাসক এস. সুরেশকুমারের সঙ্গে দেখা করে দুর্গাপুরের বাসটি যাতে বন্ধ না হয় তার ব্যবস্থা নিতে তাঁকে অনুরোধ জানানো হয়। বারের প্রতিনিধিরা বলেন এখানে বাস রাখা অসুবিধা হলে তাঁরা মুন্সেফী আদালত প্রাঙ্গণে রাখার জন্য জেলা জজের অনুমতির ব্যবস্থা করবেন। বর্তমানে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে কলকাতা পরিবহনের বাসটি এস, ডি, ও অফিসের চত্বরের বাইরে পুর রাস্তার পাশে বা কখনও সখনও ষ্টেট ব্যাঙ্কের সামনে রাত কাটাচ্ছে। ষ্টেট ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষও নাকি এ ব্যাপারে তাঁদের আপত্তি জানিয়েছেন। ফলে এটিও বন্ধ হবার মুখে। গত ২ নভেম্বর মহকুমা শাসক একটি রেডিওগ্রাম করে উভয় পরিবহনের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ও এই অতি প্রয়োজনীয় বাস দুটি বন্ধ না রাখতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

নূতন বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ শহরের গো-ডাউন কলোনিতে দুই কাটা জমি সহ প্রায় সম্পূর্ণ নূতন বাড়ি বিক্রয় হইবে। সত্বর যোগাযোগ করুন—শ্রীদুর্গা প্রেস, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।

NTPC
নেশনল থর্মল পাবর কারপোরেশন

National Thermal Power Corporation Ltd.

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

Farakka Super Thermal Power Project

P. O. NABARUN : DIST. MURSHIDABAD (W.B.)

Pin. 742236

Enlistment Of Contractors For Farakka Super Thermal Power Project

Applications are invited from reputed and capable contractors for enlistment in different categories of work e. g. building, road, electrical, fabrication and erection work for the FaraKka Supper Thermal Power Project for work value upto Rs. 20.00 lakhs each for building & road work and Rs. 5·00 lakhs each for electrical & erection work.

Interested contractors are required to submit the requisite information regarding experience, technical & financial capability, equipment resources, organisational set up etc. in the prescribed form obtainable from this office on written request and on payment of Rs. 200/- (nonrefundable) from 9-30 a. m. to 12-00 noon and 2-30 p. m to 4-00 p. m. on all working days. Parties desiring the form by post should send Rs. 20/- extra in the form of IPO payable at Post Office 'PUBARUN' in favour of M/s National Thermal Power Corporation Ltd. Filled in forms in all respect alongwith the copies of all credentials etc should be sent in sealed cover superscribing 'Application for enlistment for civil/road/electrical/fabrication & erection work with proper tick mark' to the office of Dy. Manager (Contracts) s o as to reach this office by 30-12-90. The application form will be on sale from 8-11-90 to 28-12-90. Parties desiring to enlist in different categories of work should submit separate application form. NTPC takes no responsibility for delay or non-receipt of tender documents sent by post.

NTPC reserves the right to accept or reject any application and determine the class-A of enlistment of individual contractor.

NIT no FS : 42 : CS : 1195/T-112/90

Dy. Manager (Contracts)

Farakka Super Thermal Power Project

National Thermal Power Corporation Ltd.

P.O. Nabarun, Dist. Murshidabad, West Bengal, Pin : 742 23 6

NTPC
নেশনল থর্মল পাবর কারপোরেশন

National Thermal Power Corporation Ltd.

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

Farakka Super Thermal Power Project

P. O. NABARUN-742236 : DIST. MURSHIDABAD (W.B.)

Telegram-THERMPOWER/Farakka.

Ref : FS : 42 : MD : SSID : T-24/ Dated. 29-10-90.

(MATERIALS DEPARTMENT)

STORES

Sub : Tender for sale of **three no. Light vehicles and one no. Dozer.**

Sealed Tenders are invited from reputed parties for sale of following vehicles / Dozer from NTPC, Farakka project on **"As is where is besis"** only.

TENDER NO. FS/42/MD/SSID/T-24 dt. 26-10-90, **Due on 06-12-90** at 3-30 p m

Lot no.	Description	Qty.	EMD (Rs.) Amount
01.	WGQ/1700 Mini Bus (Mahindra & Mahindra) Chassis no. 104685	01 no.	10,000/-
02.	WGQ/1701 Mini Bus (Mahindra & Mahindra) Chassis no. 104706	01 no.	10,000/-
03.	WME/1628 Petrol Car (Hindusthan) Chassis no. 11138 1903	01 no.	10,000/-
04.	BEML Make Dozer, Model no. D-120A-18 Engine no. 25117061, Chassis no. BEML-1978	01 no.	30,000/-

Terms & Conditions :

1. Tender documents can be obtained from 15-11-90 from the office of Sr. Engineer (Stores) on payment of Rs. 100/- (Non refundable) by Demand Draft only payable at S. B. I,, Andua (Code no. 7099), S. B. I,, Farakka Barrage (Code no. 0218), U. B. I., Khejuria, Malda, (Code no. C-69) in favour of NTPC or by cash at our cash counter. No other form of payment will be accepted.
2. Tenderers will have to depcsit the EMD money as to be indicated in the tender document in the form of **Demand Draft** only. Payment of EMD by any other mode will not be acceptable.
3. The offers will remain valid for 90 days from the date of tender opening.
4. Closing date for sale of tender documents on 30-11-90 upto 11-30 A. M.
5. The vehicles/Dozer can be inspected by visual checking on any working day from 9-30 Am. to 1-00 Pm. No dismantling or opening of the vehicle parts, or close checking by Auto-mechanic will be allowed.
6. Tender will be opened on due date as mentioned above, in presence of those who wish to be present.
7. Offers should be submitted in to separate envelops. One containing EMD only and other envelop containing price/commercial details. First EMD envelop will be opened and then the price bid envelop will be opened of those, who have depcsited EMD of correct amount and also in acceptable fashion.
8. Offers received after tender opening date/time will not be considered.

Contd. page No. 6

সিপিএম কি বলতে পারবে— আল্লা নেই, কোরাণ-হাদিস কাল্পনিক —চিত্ত মুখার্জী

রঘুনাথগঞ্জ : অযোধ্যায় রামমন্দিরের কর সেবকদের উপর পুলিশী সন্ত্রাস ও গুলি চালানোর প্রতিবাদে গত ৬ সেপ্টেম্বর স্থানীয় সদরঘাটে এক পরিপুর্ণ জনসমাবেশে বি জে পির নেতারা বক্তব্য রাখেন। বক্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক রেণুপ্রিয় সেন, ধুলিয়ানের ষষ্ঠী ঘোষ, অনুপ সরকার ও চিত্ত মুখার্জী। চিত্ত মুখার্জী তীব্র ভাষায় সিপিএম পার্টি ও তাদের স্থানীয় নেতাদের আক্রমণ করেন। তিনি বলেন—সিপিএমের মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য কয়েকদিন পুর্বে এই সদরঘাটেই এক জনসভায় বলেন, বিজেপি হিন্দু মৌলবাদী দল। হিন্দু ধর্মের কোন ভিত্তি নেই, রাম একটি কাল্পনিক মহাকাব্যের চরিত্র এবং রামায়ণ মহাভারত সবই ভিত্তিহীন গল্প গাথা। চিত্ত মুখার্জী চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন; সিপিএমের ঐ নেতা কি বলতে পারবেন আল্লা নেই, কোরাণ হাদিস সব কাল্পনিক, হজরত মহম্মদ প্রভৃতি সব বাজে। যদি পারেন তবে তিনি আজীবন সিপিএমের গোলামী করতে রাজী আছেন। সিপিএমের নেতারা ভোটের রাজনীতি করেন, তাই তাঁরা মুসলিম সমাজকে তোষামোদ করেন। এরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহরার দুর্গা প্রতিমাকে প্রধান সড়ক দিয়ে বিসর্জনের জন্য নিয়ে যেতে তাঁদের বাধা দান করা। তিনি জোর দিয়ে বলেন—এই নোংরা মুসলিম তোষণের রাজনীতি আর বেশী দিন চলবে না। আজ ভারতে হিন্দুরা জাগছে এবং তাদের মিলিত শক্তি এই সব নোংরা রাজনীতিকদের খড় কুটোর মতো ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। সভা শেষে জ্যোতি বসু, ভি পি সিং ও মুলায়ম সিং যাদবের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।

দুর্গন্ধযুক্ত পচা চাল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

থাকায় আমাদের করণীয় কিছুই নেই। নাগরিক কমিটির তরফে এ ব্যাপারেও আন্দোলন করা দরকার। স্থানীয় খাদ্যবস্তু সরবরাহের ঠিকাদার জানান বাজার থেকে আমরা দেখে-শুনে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য, তরিতরকারী, মাছ, মাংস, ডিম কিনে আনি, কিন্তু চালের ব্যাপারে এফ সি আই যা দেয় তাই নিতে বাধ্য থাকায় অখাদ্য চালের ভাত জেনেশুনে রোগীকে দিতে হচ্ছে। এফ সি আই এর কাছে প্রতিবাদ জানিয়েও কোন ফল হয়নি।

বাসে ডাকাতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যাত্রীর মধ্যে চারজন ড্রাইভারের কাছে বাকীরা ভেতরদিকে থাকে। বাসটি উমরপুর ছাড়িয়ে বেশ কিছুটা গেলে ফরাক্কা থেকে ওঠা চারজন রিভলবার ধরে বাসের ড্রাইভারকে কাবু করে নিজেরাই গাড়িটি চালিয়ে সিদ্ধিকালী গ্রামের মোরামের রাস্তার ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়। এবং ফরাক্কায় ওঠা ঐ তেরজন যাত্রীদের কাছ থেকে সোনা, টাকা-পয়সা, জিনিষপত্র লুঠ করে অন্ধকারে গা ঢাকা দেয়। স্থানীয় থানার ওসি আমাদের প্রতিনিধিকে বলেন—যেখানে ষ্টপেজ নেই সেখানে যদি এই ধরনের গাড়ি থামে ও প্যাসেঞ্জার তোলে সেক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে ডাকাতির মোকাবিলা করা মুসকিল হয়ে দাঁড়ায়। ঘটনার পরদিন এস পি সরজামন তদন্তে আসেন। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার টাকার উপর। দুর পাল্লার এই ধরনের রাতের বাসে সশস্ত্র ফোর্স থাকা বাঞ্ছনীয় বলেও ওসি মন্তব্য করেন। এখন পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

সাসপেনসন প্রত্যাহৃত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নির্দেশ দিলে গত ২৬ অক্টোবর সাসপেনসন আদেশ তুলে নেওয়া হয়। এই সাসপেনসন প্রত্যাহৃত হওয়ায় ফরাক্কার সর্বস্তরের শ্রমিক কর্ম্মচারীদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে আসে এবং তাঁরা গত ২৭ অক্টোবর স্থানীয় টেগোর সেণ্টারে এক পথসভা করে এই জয়কে শ্রমিকদের বিরাট জয় বলে অভিহিত করেন। লালগোপাল চৌধুরী ও অমর ব্যানার্জী বলেন, কিছুদিন পুর্বে জনৈক কর্মী দিলীপ থাপাকে এই জেনারেল ম্যানেজার অবৈধভাবে রুল ৫ এ বরখাস্ত করেন এবং সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফরাক্কার ইউ টি ইউ সি শ্রমিক আন্দোলনকে তুঙ্গে তোলেন। ফলে শেষ পর্যন্ত শ্রীথাপা পুনর্নিয়োগ পান। তখন থেকেই অস্থায়ী জি এম বি, বি, ঘোষ প্রতিশোধ নেবার সুযোগ খুঁজছিলেন। আমুহা ঘাটের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাই তিনি কোন বিচারে না গিয়েই আমাদেরকে সাসপেণ্ড করে

পি এস ইউ এর প্রতিনিধি সম্মেলন

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৪ নভেম্বর স্থানীয় বয়েজ হাই স্কুলে প্রগতিশীল ছাত্র সংস্থার প্রতিনিধি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন পি এস ইউ স্থানীয় থানা সভাপতি সামশুল আলম। আর এস পির জেলা সম্পাদক আশীষ রায় চৌধুরী, পি এস ইউ এর জেলা সম্পাদক নীলকমল সাহা, প্রদীপ নন্দী ও সুতী থানার পি এস ইউ সম্পাদক মইনুল হক প্রমুখ তাঁদের বক্তব্যে বর্তমান পরিস্থিতিতে ছাত্রদের কর্তব্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার আবেদন জানান। সামশুল আলমকে সভাপতি ও মহ বদরুদ্দোজাকে সম্পাদক করে ১৯ জনের একটি থানা কমিটি গঠিত হয়।

কেউ মাথা ঘামায় না

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বাংলাদেশ থেকে চোরা পথে আসা বিদেশী মালে এই শহর জমজমাট। ছাগল হাট ও গরুর হাট এতদঞ্চলের বিখ্যাত হাট। যার ফলে হাটের দিনগুলিতে শহরে মানুষের ভিড় হয় অস্বাভাবিক। ছাগল ভেড়া কলকাতায় চালান দিতে ট্রাকের ছড়াছড়ি। তার উপর বিড়ি চালানের জন্য অহরহ লরী যাতায়াত করছে ঐ পথে। তবুও মেন রোডটি সংস্কারের কোন ব্যবস্থা নেই। কারণ মেন রোড শহরের মধ্য দিয়ে গেলেও তার কর্তৃত্ব পি ডবলু ডির, পুরসভার নয়। তার উপর ধুলিয়ান বাজার নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে চোরাচালান ও কালোবাজারীর অপকর্ম দিন রাত ঘটে চলেছে। ল্যাণ্ড বর্ডার হওয়ার ফলে ওপারের ব্যবসাদাররা বি এস এফ ও স্থানীয় পুলিশকে হাত করে এপারে এসে ব্যবসা করে ওপারে নির্ভেজাল ফিরে যাচ্ছে। এত রমরমা শহর হওয়া সত্ত্বেও পরিকল্পনা মাফিক গড়ে তুলবার কোন চেষ্টা কোনদিনই পুরবোর্ড করেননি। এখানে সাধারণ মানুষ, সরকারী কর্ম্মচারী ও রাজনৈতিক নেতারা সকলেই আখের গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত।

প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেন। আনন্দের বিষয় শ্রমিক কর্ম্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কাছে কর্তৃপক্ষকে অবশেষে মাথা নোয়াতে হল। গত ১ নভেম্বর ফরাক্কার ইউ টি ইউ সি নেতৃবৃন্দ ও শ্রমিকেরা আর একটি পথসভা ডাকেন টেগোর সেণ্টারে। সেখানে প্রধান বক্তা হিসাবে সর্বভারতীয় ইউ টি ইউ সি নেতা এস আর সেনগুপ্ত উপস্থিত ছিলেন। তিনি ফরাক্কার মৌলিক সমস্যাগুলি বিশ্লেষণ করে আগামী দিনে সমস্ত শ্রমিক সংগঠনকে যুক্ত আন্দোলনের ডাক দেন।

From 5 page

9. The above details an indicative. Full details can be obtain in our tender documents.

10. NTPC is not responsible for any postal/communication delays.

11. NTPC reserve all the rights for not to sale of tender documents, acceptance or rejection of any tender without assigning any reason whatsoever.

Chief Materials Manager
NTPC / FSTPP

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত